MAR. 20 2002

তারিখ ... পৃঃ ... কলাম ...

মাদ্রাসার অগ্নিকাণ্ডকে রাজনৈতিক রং চড়াতে গিয়ে সবই এলোমেলো!

কামরুল হাসান ॥ ডেমরার ছনটেক মহিলা মাদ্রাসার অগ্নি দুর্ঘটনাকে রাজনৈতিক রং চড়াতে গিয়ে সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেছে। শুক্রবার শেষ রাতের এই অগ্নিকাণ্ডের পর বলা হচ্ছে শত্রুতাবশত মাদ্রাসা ভবনটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। অথচ পুলিশ বলছে, তারা নিশ্চিত এটা দুর্ঘটনা। বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে গভীর রাতে আগুনের উৎপত্তি হয়। কিন্তু সরকারী দলের নেতারা এটাকে নাশকতা বলে চালিয়ে দিতে জোর তৎপরতা চালাচ্ছেন। এমনকি এ সংক্রান্ত যে মামলা হয়েছে সে সম্পর্কে মাদ্রাসার প্রধান কিছুই জানেন না, মামলার এজাহারও লিখে দিয়েছেন স্থানীয় বিএনপির নেতারা। এখন ওপর মহলের চাপে পুলিশ বাধ্য হয়ে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ নেতাদের গ্রেফতার করছে।

ছনটেক মাদ্রাসায় অগ্নি সংযোগের অভিযোগে ডেমরা থানা পুলিশ ইতোমধ্যে ২২ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে, এদের চার জনকে রিমান্ডেও

(১১- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

মাদ্রাসার অগ্নিকাণ্ডকে

(প্রথম পাতার পর)

আনা হয়। যাদের গ্রেফতার কার হয়েছে তাদের মধ্যে ১ জন ছাড়া বাকি সবাই আওয়ামী লীগ ও এর বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনার পর মাদ্রাসার সিনিয়র শিক্ষক ও কমিটির সদস্য মাওলানা ফজলুর রহমান বাদী হয়ে ডেমরা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। তবে এই মামলার ব্যাপারে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ কিংবা কমিটির সভাপতির সঙ্গে কোন রকম পরামর্শ তিনি করেননি। জানা গেছে, আগুন ধরার পরপরই স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীরা এতে ফজলুর রহমানকে এ ধরনের মামলা দায়ের করার জন্য অনুরোধ জানান। তাঁকে বলা হয়, কতিপয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীকে এই মামলায় আসামী করতে হবে। কেউ জানতে চাইলে বলা হবে যে, আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। মাওলানা ফজলুর রহমান প্রথমে এটা করতে চাননি। পরে তাঁকে প্রস্তাব দেয়া হয়, নাম না দিয়ে 'কেবা কারা আগুন ধরিয়েছে' বলে মামলা করতে হবে। স্থানীয় বিএনপি নেতাদের চাপে তিনি তাই করতে বাধ্য হন। মাদ্রাসার শিক্ষকরা বলেছেন, তাঁরা মনে করেন না যে এটা কোন রাজনৈতিক ঘটনা। তাদের ধারণা এটা স্রেফ দুর্ঘটনা। সে কারণে তাঁরা মামলায় সুনির্দিষ্টভাবে কাউকে আসামী করেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুলিশ গণহারে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করেছে।

জনকণ্ঠ প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা ফজলুর রহমান বলেছেন, কিভাবে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে তা তিনি জানেন না। তিনি জানান, ১৯৮৮ সালের ১৫ এপ্রিল এখানে সড়ক ও জনপথ অধিদফতরের অব্যবহৃত জমিতে মাদ্রাসাটি স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালে মাদ্রাসার নামে ক্রয় করা হয় ২ শতাংশ জমি। বাকি প্রায় ১ বিঘা জমি সড়ক ও জনপথ অধিদফতরের কাছ থেকে লিজ নিয়ে মাদ্রাসা চালানো হচ্ছিল। মোট ৫টি ঘর ছিল মাদ্রাসার। এর মধ্যে ৩টি ঘর কাঠের দোতলা এবং বাকি দু'টি একচালা টিনের ঘর। কওমি শিক্ষার পাশাপাশি এখানে হাফেজিও পড়ানো হতো। মোট ৩৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছে প্রতিষ্ঠানটিতে। ছাত্রীসংখ্যা প্রায় ৪শ' ৫০জন। এর মধ্যে তিন শতাধিক ছাত্রী আবাসিক। এদের মধ্যে অনেকের বাড়ি মাদ্রাসার আশপাশেই। শুক্রবার শেষ রাতে আগুন লাগার খবর পেয়েই তিনি মাদ্রাসায় ছুটে যান। কিন্তু ততক্ষণে আগুন ছড়িয়ে পড়ে সব ঘরে।

স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন, মাদ্রাসাটিতে তিন শতাধিক আবাসিক ছাত্রী রাখা হলেও বাস্তবে সেখানে এত লোকের থাকার ব্যবস্থা নেই। কর্তৃপক্ষের চাপে ছাত্রীরা সেখানে গাদাগাদি করে থাকত। একটি ডোবার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা মাদ্রাসাটি থেকে রাস্তায় ওঠার পথ মাত্র একটি। এ কারণে আগুন লাগার পর ছাত্রীরা দ্রুত বের হতে পারেনি।

মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা মোখলেছুর রহমান কাশেমী জানান, আগুন লাগার পর ছাত্রীরা দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করতে থাকে, সে সময় তারা আগুনের পোড়া টিন বা সিঁড়ির নিচে পড়ে পুড়ে মারা যায়।